Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬

শান্তি ও নিরাপত্তা, মানবাধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় চ্যালেঞ্জসমূহ

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য
তৌফিকুল ইসলাম খান
মোস্তফা আমির সাব্বিহ

চট্টগ্রাম: ১৮ মার্চ ২০১৭

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬

শান্তি ও নিরাপত্তা, মানবাধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় চ্যালেঞ্জসমূহ

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য
তৌফিকুল ইসলাম খান
মোস্তফা আমির সাব্বিহ্

সূচনা

২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে "টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট" গ্রহণের মাধ্যমে বিশ্ব নেতৃত্ব আগামী পনেরো বছরের জন্য নতুন বৈশ্বিক উন্নয়ন কাঠামোর রূপরেখা নির্ধারণ করেন। নতুন এই উন্নয়ন অভীষ্ট এখন ২০৩০ এজেন্ডা বা এসডিজি নামে পরিচিত। মূলত সহস্রাব্দের উন্নয়ন অভীষ্ট (যা সংক্ষেপে এমডিজি নামে পরিচিত) বাস্তবায়নের আকাঙ্ক্ষা বিশ্ব নেতৃত্বকে একটি সাহসী এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী উন্নয়ন এজেন্ডা গ্রহণে প্রেরণা দেয়। এসডিজি'র কাঠামো প্রণয়ন প্রক্রিয়াটিকে একটি অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থার ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলো এ উন্নয়ন এজেন্ডা প্রণয়নে অনেকাংশেই সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছে। ফলে এর কাঠামো এবং লক্ষ্যগুলো উন্নয়নশীল দেশের সার্বিক উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করে। এসডিজি'র আরও একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল এটি এমডিজি'র অপূর্ণ দিকগুলোকে পূর্ণতা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। ২০৩০ এজেন্ডা প্রণয়নের সময় উন্নয়নের তিনটি স্তম্ভকে (অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশ) গুরুত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে এক ধরনের ভারসাম্য রাখার প্রয়াস দেখা যায়। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টতে অন্তর্ভুক্ত প্রথম পনেরোটি অভীষ্ট এই তিনটি স্তম্ভের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৭-এর মাধ্যমে এসডিজি বাস্তবায়নে সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে কী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে, সেই দিকটিকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, যা এই উন্নয়ন এজেন্ডার ভিত্তি। এ বিবেচনায় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬ উল্লেখিত উন্নয়নের তিনটি স্তম্ভের আচ্ছাদন, যা একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন এজেন্ডাকে পূর্ণতা দিয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট নিশ্চিতভাবেই একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী উন্নয়ন এজেন্ডা এবং ২০৩০ সালের মধ্যে এর বাস্তবায়ন করতে হলে একটি শক্তিশালী সূচনার বিকল্প নেই।

এমডিজি কাঠামোর দুর্বলতার একটি প্রধান দিক ছিল সরকারের বিভিন্ন সংস্থার দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চয়তার পাশাপাশি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মতো বিষয়গুলোর অনুপস্থিতি। এসডিজি'র ক্ষেত্রে অভীষ্ট ১৬-এর অন্তর্ভুক্তি এ বিষয়গুলো নিশ্চিত করেছে। টেকসই উন্নয়নের জন্য অভীষ্ট ১৬-তে মূলত তিনটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত: ক) শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনে উৎসাহিত করা; খ) সবার জন্য ন্যায়বিচারের সুযোগ প্রদান করা; এবং, গ) সর্বস্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। এ ধরনের একটি অভীষ্ট বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে, এর লক্ষ্য এবং সূচকসমূহের নির্বাচন, এবং এর বিভিন্ন অংশীজনদের (যেমন, জাতীয় পরিসংখ্যান কার্যালয়, বেসরকারি সংস্থা এবং অন্যান্য স্বার্থগোষ্ঠী) দ্বারা সেগুলোর যথাযথ পর্যবেক্ষণ বাংলাদেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ (Rahman *et al.,* 2015)। এই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান প্রবন্ধে বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬-এর প্রয়োজনীয়তা, এর অন্তর্ভুক্ত উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান এবং বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ আলোচনা করা হয়েছে।

* লেখকবৃন্দ যথাক্রমে সম্মাননীয় ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি); গবেষণা ফেলো, সিপিডি; এবং রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট, সিপিডি। জনাব জারির জাওয়াদ কাজী, প্রোগ্রাম অ্যাসোসিয়েট, সিপিডি এই প্রবন্ধ প্রস্তুতে মূল্যবান গবেষণা সহায়তা দিয়েছেন।

নতুন বৈশ্বিক উন্নয়ন কাঠামোতে অভীষ্ট ১৬

এসডিজি এজেন্ডার ব্যাপকতা বিবেচনা করলে এটা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, অভ্যন্তরীণ নীতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক নীতি কাঠামোতে গুণগত পরিবর্তন না আনতে পারলে এসডিজি অর্জন করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের প্রেক্ষিতে এ বিষয়টি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এসডিজি-তে অভীষ্ট ১৬-এর অন্তর্ভুক্তির প্রাসঙ্গিকতা উল্লেখ করতে গিয়ে Kanie *et al.* (2014) বলেন যে, এর ফলে সরকার এবং সরকারের বাইরে থাকা অংশীজনদের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। একক অভীষ্ট হিসেবে এর অন্তর্ভুক্তির ফলে দায়িত্ব বণ্টন এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করাও সহজ হবে। অভীষ্ট ১৬-এর অন্তর্গত তিনটি দিক – শান্তি ও নিরাপত্তা, মানবাধিকার, এবং সুশাসন – প্রতিটিই উন্নয়নের অন্যান্য সূচকের সাথে ইতিবাচকভাবে সম্পর্কিত। অর্থাৎ, উল্লেখিত তিনটি বিষয়ে উন্নতি উন্নয়নের সার্বিক পরিস্থিতিতে উন্নতি ঘটাতে পারে। বিশ্ব প্রেক্ষাপটে পরিচালিত বহু গবেষণায় এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সুশাসন এবং কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এমন প্রমাণ গত দশকের একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে (Acemoglu, Johnson, & Robinson, 2001; Easterly & Levine, 2003 and Rodrik, Subramanian, & Trebbi, 2004)। অন্যদিকে, Kaufmann and Kraay (2010) প্রমাণ দিয়েছে যে, সুশাসন এবং মাথাপিছু আয়ের মধ্যে ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে। দীর্ঘমেয়াদে উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সুশাসনের বিকল্প নেই, ফলে একটি দেশের জন্য সুশাসন নিশ্চিত করা অবশ্যই অন্যতম উন্নয়ন লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা প্রয়োজন (Hulme et al., 2014) ।

সুশাসনের মতো শান্তি ও নিরাপত্তাও উন্নয়নের অন্যতম নিয়ামক। পৃথিবীর যে সকল দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত বা যুদ্ধ-বিগ্রহ চলছে, সেখানেই উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হয়েছে। EC (2016) এর মতে, অস্থিতিশীলতা, অনিরাপত্তা, হিংস্রতা, এবং অপরাধ শুধুমাত্র বিনিয়োগকেই বাধাগ্রস্থ করে না, একই সাথে বাণিজ্যের ক্ষতি সাধন করে, সামাজিক খাতে সরকারি ব্যয় হ্রাস করে, এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য প্রাথমিক সেবা সরবারহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। একই সাথে এর ফলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যেমন দুর্বল হয়, তেমনি মানবাধিকার এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করাও কঠিন হয়ে পরে। এ কারণেই বিগত দশকের একাধিক উন্নয়ন এবং নীতি গবেষণায় শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতের বিষয়ে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে (Tschirgi, 2003; Dumas, 2006; Council of the European Union, 2007; Department for Development Policy and the Press and Communication Department, 2011)।

মানবাধিকারের সাথে উন্নয়নের সম্পর্ক আরও বেশি স্পষ্ট। সত্যিকার অর্থে মানবাধিকার সুরক্ষাকারী ভিত্তি ছাড়া কোনো উন্নয়ন কাঠামোই টেকসই হতে পারে না এবং তা জনগণের জীবনযাপনে প্রকৃত ইতিবাচক প্রভাব রাখতে পারে না (Xiaoling, 2009)। জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক ঘোষণায়ও এর প্রতিফলন দেখা যায়।

অভীষ্ট ১৬ শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বা সামাজিক উন্নয়নের সাথেই সম্পর্কিত নয়, পরিবেশ বিষয়ক উন্নয়নের সাথেও এর সরাসরি সম্পর্ক আছে। পরিবেশ রক্ষায় মানবাধিকার এবং সুশাসন যেমন গুরুত্ব রাখে, তেমনি অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে পরিবেশও ধ্বংসের মুখোমুখি হয়। এছাড়াও পরিবেশ সম্পর্কিত লক্ষ্য অর্জনে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। এ বিবেচনায় এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে অভীষ্ট ১৬ বাস্তবায়ন করা গেলে বাকি অভীষ্টসমূহ বাস্তবায়ন সহজ হবে।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে অভীষ্ট ১৬-এর লক্ষ্যসমূহকে এসডিজি বাস্তবায়নে গুরুত্ব দিতে হবে। অভীষ্ট ১৬-তে মোট বারোটি লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে – যার মধ্যে দশটি মূল লক্ষ্য এবং দুইটি বাস্তবায়নের জন্য সহায়ক লক্ষ্য। নিচে এর তালিকা দেয়া হলো:

- ১৬.১ সকল প্রকার সহিংসতা ও সংশ্লিষ্ট মৃত্যুর হার সর্বত্র উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা
- ১৬.২ শিশুদের ওপর অত্যাচার, শোষণ, পাচার এবং সকল প্রকার সহিংসতা ও নির্যাতন বন্ধ করা
- ১৬.৩ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আইনের শাসন শক্তিশালী করা এবং সবার জন্য ন্যায়বিচারের সমান সুযোগ নিশ্চিত করা

১৬.৪ ২০৩০ সালের মধ্যে অবৈধ আর্থিক অস্ত্র প্রবাহ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়ে আনা, চুরি হওয়া সম্পদ পুনরুদ্ধার ও ফেরত পাবার প্রক্রিয়া শক্তিশালীকরণ এবং সকল প্রকার সংঘবদ্ধ অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই করা

১৬.৫ সকল প্রকার দুর্নীতি ও ঘুষ যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়ে আনা

১৬.৬ সর্বস্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠানের বিকাশ

১৬.৭ সকল স্তরে দায়িত্বশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক, অংশগ্রহণমূলক এবং প্রতিনিধিত্বমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত করা

১৬.৮ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অংশগ্রহণ সম্প্রসারিত এবং জোরদার করা

১৬.৯ ২০৩০ সালের মধ্যে, সবার জন্য জন্মনিবন্ধনসহ আইনী পরিচয় প্রদান

১৬.১০ জাতীয় আইন ও আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী জনগণের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা এবং মৌলিক স্বাধীনতা রক্ষা করা

১৬.ক সহিংসতা প্রতিরোধ এবং সন্ত্রাস ও অপরাধ মোকাবেলায় সর্বস্তরে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে, সক্ষমতা গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা

১৬.খ টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈষম্য দূরীকরণ আইন ও নীতিসমূহ জোরদার করা

উপরে উল্লেখিত দশটি মূল লক্ষ্য সমূহের মধ্যে চারটি লক্ষ্য শান্তি ও নিরাপত্তা বিষয়ক, চারটি সুশাসন বিষয়ক এবং দুইটি মানবাধিকার বিষয়ক। বস্তুত অভীষ্ট ১৬- এর লক্ষ্য নির্ধারণ সবচাইতে কঠিন ছিল এবং তা বহু বিতর্ক এবং নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে নির্ধারিত হয়েছে। এ অভীষ্ট যেহেতু খুবই স্পর্শকাতর, এর পেছনের রাজনৈতিক অর্থনীতিও তাই অনেক বেশি।

এ অভীষ্ট নির্ধারণের আলোচনায় দুর্নীতি আলাদাভাবে জায়গা পেলেও শেষ পর্যন্ত গণতন্ত্র, স্থানীয় সরকারের ক্ষমতায়ন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পেশাদারিত্ব নিশ্চিতকরণ এবং সকল আইন উন্মুক্তভাবে প্রকাশ করার প্রস্তাবগুলো শেষ পর্যন্ত স্থান করে নিতে পারেনি। একই ভাবে এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করার জন্য সূচক নির্ধারণও বহু আলোচনা এবং বিতর্কের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই সূচকের সংজ্ঞা নির্ধারণে এখনও মতৈক্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি।

তবে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে সুশাসনের লক্ষ্যসমূহকে আরও শক্তিশালী করার সুযোগ রয়েছে। স্মরণ করা যেতে পারে যে, বাংলাদেশ যখন টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট নির্ধারণে তার নিজস্ব মতামত প্রেরণ করে তখন সুশাসনের জন্য একটি পৃথক অভীষ্ট রাখার প্রস্তাব করেছিল। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট নির্ধারণে গণতন্ত্র, স্থানীয় সরকারের ক্ষমতায়ন, এবং স্বচ্ছতা বাস্তবায়নে পৃথক লক্ষ্য স্থির করার বাংলাদেশের প্রস্তাব আমাদের দেশের উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষার সত্যিকারের প্রতিফলন। এ বিবেচনায় অভীষ্ট ১৬- এর আওতা বৃদ্ধির প্রস্তাবনা বাস্তবসম্মত।

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬

বাংলাদেশে অভীষ্ট ১৬ বাস্তবায়নের প্রেক্ষিত বিবেচনা করতে হলে, এক্ষেত্রে দেশের বর্তমান অবস্থান বিবেচনায় নিতে হবে। এ কথা সত্যি যে, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান যতটা শক্তিশালী, সুশাসনের সূচকে বৈশ্বিক মানদণ্ডে তার অবস্থান অপেক্ষাকৃত দুর্বল। ওয়ার্ল্ডওয়াইড গভর্নেন্স ইন্ডিকেটরস বা বিশ্বব্যাপী সুশাসন সম্পর্কিত সূচক ছাড়াও সুশাসন সম্পর্কিত অন্যান্য সূচকেও বাংলাদেশের অবস্থান অনেক পেছনে (সারণি ১)। বাংলাদেশ সুশাসনের এই সমস্ত সূচকে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের তুলনায়ও অনেক পিছিয়ে রয়েছে (Kaufmann, Kraay and Mastruzzi, 2010)।

সারণি ১: সুশাসন সম্পর্কিত বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান

সূচকসমূহ	অবস্থান	অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের সংখ্যা
ওয়ার্ল্ডওয়াইড গভর্নেন্স ইন্ডিকেটরস (ডব্লিউজিআই) ২০১৪		
মত প্রকাশ ও জবাবদিহিতা	১৩৮	২০৪
রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সহিংসতার অনুপস্থিতি	১৭০	২০৭
সরকারের কার্যকারিতা	১৬৪	২০৯
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার গুণমান	১৭১	২০৯
আইনের শাসন	১৫৫	২০৯
দুর্নীতি দমন	১৭০	২০৯
ডুইং বিজনেস ইন্ডেক্স ২০১৬	**১৭৪**	**১৮৯**
গ্লোবাল কম্পিটিটিভনেস ইন্ডেক্স ২০১৬	**১০৭**	**১৪০**

উৎস: ওয়ার্ল্ডওয়াইড গভর্নেন্স ইন্ডিকেটরস (ডব্লিউজিআই) ২০১৪; ডুইং বিজনেস ইন্ডেক্স ২০১৬; গ্লোবাল কম্পিটিটিভনেস ইন্ডেক্স ২০১৬।

বিশ্বব্যাপী সুশাসন সূচকের অন্তর্গত সকল সূচকেই ২০০০ ও ২০০৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের অবস্থানের অবনমন হয়েছে। তবে ২০০৫ ও ২০১০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে সবগুলো নির্দেশকেই আবার অবস্থার উন্নতি হয়েছে (সারণি ২)। ২০১০-এর তুলনায় ২০১৪ সালে আইনের শাসন এবং দুর্নীতি দমন এই দুই সূচকেই শুধুমাত্র বাংলাদেশের অবস্থান উন্নত হয়েছে।

সারণি ২: বিশ্বব্যাপী সুশাসন সম্পর্কিত সূচকসমূহে বাংলাদেশের বছরওয়ারী অগ্রগতির চিত্র (১০০ দেশের মধ্যে অবস্থান)

সূচকসমূহ	২০০০	২০০৫	২০১০	২০১৪
মত প্রকাশ ও জবাবদিহিতা	৫৮	৭১	৬৩	৬৮
রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সহিংসতার অনুপস্থিতি	৭৪	৯৬	৯০	৮২
সরকারের কার্যকারিতা	৬৭	৭৯	৭৪	৭৮
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার গুণমান	৮১	৮৩	৭৮	৮২
আইনের শাসন	৮০	৮২	৭৫	৭৪
দুর্নীতি দমন	৮৪	৯৫	৮৫	৮১

উৎস: ওয়ার্ল্ডওয়াইড গভর্নেন্স ইন্ডিকেটরস (ডব্লিউজিআই) ২০১৪।

দুর্নীতি বাংলাদেশের উন্নয়নে তা সত্ত্বেও একটি বড় বাধা হিসেবে চিহ্নিত। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল-এর দুর্নীতি ধারনা সূচক অনুযায়ী পৃথিবীর ১৬৮ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৯-তম। আফগানিস্তানকে বাদ দিলে, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যেও আমাদের অবস্থান সবচেয়ে নিচে। বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ সার্ভেতে দেখা যায়, ৫৫ শতাংশ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান দুর্নীতিকে তাদের ব্যবসার জন্য একটি প্রধান সীমাবদ্ধতা হিসেবে চিহ্নিত করেছে (DFID, 2014)। সাম্প্রতিক সময়ে মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে দুর্নীতির কারনে প্রতি বছর জিডিপির শতকরা ২-৩ শতাংশ ক্ষতি হয়। তবে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের হিসাব মতে, যদি আমরা বড় সরকারি অধিগ্রহণের পাশাপাশি স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুলিশ ও বিচার বিভাগের দুর্নীতিকে যোগ করি, তবে এই ধরনের ক্ষতির পরিমাণ মোট জিডিপি'র কমপক্ষে ৫ শতাংশের সমান হবে (Khatun, 2015)। বিশেষজ্ঞদের মতে, দুর্বল শাসনব্যবস্থা বাংলাদেশে সামাজিক খাতে ব্যয়ের কার্যকারিতা কমিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রেও একটি বড় নিয়ামক (Gupta, Verhoeven, & Tiongson, 2002; McGuire, 2006)।

বিশ্ব ব্যাংকের ডুইং বিজনেস সূচক ২০১৬ এবং বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের গ্লোবাল কম্পিটিটিভনেস সূচক ২০১৬ তে বাংলাদেশের অবস্থান প্রতিবেশী দেশগুলোর চেয়ে অনেক পেছনে। সর্বশেষ ডুইং বিজনেস রিপোর্ট বলছে, আদালতের মাধ্যমে একটি চুক্তি বাস্তবায়ন করতে নিউজিল্যান্ড, নরওয়ে এবং রুয়ান্ডার মতো দেশগুলোতে যেখানে ১০ মাসের কম সময় লাগে, সেখানে বাংলাদেশে প্রয়োজন হয় ৪ বছরের বেশি। গ্লোবাল কম্পিটিটিভনেস রিপোর্ট ২০১৬ অনুযায়ী, বাংলাদেশে ব্যবসা করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে সমস্যাযুক্ত কারণগুলোর মধ্যে দুর্নীতি ১৮.৭ নম্বর নিয়ে প্রথম, অদক্ষ সরকারি আমলাতন্ত্র ১১.৮ নম্বর নিয়ে চতুর্থ, এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ৪.৭ নম্বর নিয়ে ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে।

ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগের সূচকসমূহ চিহ্নিতকরণের জন্য সিপিডি ২০১৬ সালে ৬৫টি উন্নয়নশীল দেশের তথ্য (তথ্য প্রাপ্তির ভিত্তিতে) নিয়ে একটি প্যানেল রিগ্রেশন অনুশীলন করে। এই অনুশীলন থেকে পাওয়া যায় যে, শ্রীলংকার মতো আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি অর্জন করতে পারলে বাংলাদেশের ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগ ৩৩ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। আর আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি যদি ভারতের মতো থাকত তাহলে ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগ দ্বিগুণ হতো। এমনিভাবে, আইনের শাসন ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগকে চালিত করার ক্ষেত্রে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ একটি উপাদান হিসেবে দেখা দিয়েছে, যেটি আবার উচ্চ প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

সিপিডি*র দ্রুত মুল্যায়ন জরিপ* ২০১৬ মতে উদ্যোক্তারা প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের নিয়ম, নীতি এবং প্রবিধানের মধ্যে পরিবর্তন চেয়েছেন। উক্ত জরিপে, শতকরা প্রায় ২৮ শতাংশ অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন নিয়ম ও প্রবিধানের সংশোধন এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন; প্রায় ২৫ শতাংশ রাজস্ব নীতিতে (কর ও মূল্য সংযোজন কর) পরিবর্তনের কথা বলেছেন, এবং প্রায় ১৯ শতাংশ বলেছেন শাসনব্যবস্থায় পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার কথা। জরিপ থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের সুপারিশে বলা হয় সরকারের উচিত স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, সরকারি সেবা ও বিচার ব্যবস্থার সংস্কার, দুর্নীতি কমানো, এবং সরকারি অধিগ্রহণ ব্যবস্থার উন্নয়নে বেশি অগ্রাধিকার দেয়া।

সুশাসন ও আইনশৃঙ্খলার বিষয়গুলো ছাড়াও বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদ, উগ্রবাদ ও জঙ্গি কর্মকান্ডের উত্থান এবং সাম্প্রতিক সময়ে ঘটে যাওয়া সহিংস ও উদ্দেশ্যমূলক হত্যাকান্ডগুলো টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬-এর 'শান্তি ও নিরাপত্তার' বিষয়টিকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। সন্ত্রাসবাদ, উগ্রবাদের এই বৈশ্বিক সমস্যা এখন বাংলাদেশের নাগরিকদের জীবনের জন্যও একটি বড় হুমকি ও চিন্তার বিষয়। বিগত দশকে বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদের কিছু ঘটনা সংঘটিত হলেও, সহিংসতা মূলত রাজনৈতিক অঙ্গনেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে সেগুলোর পরিধি, বর্বরতা এবং সামষ্টিকতা অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি। *সাউথ এশিয়ান টেরোরিসম পোর্টালের* তথ্য অনুযায়ী বিগত ১১ বছরে বাংলাদেশে জঙ্গি হামলায় ৩৯৩ জন সাধারণ মানুষ নিহত হয়েছেন, যেখানে শুধুমাত্র ২০১৩ সালেই নিহত হয়েছেন ২২৮ জন। ২০১৩ সালে এত বেশি সংখ্যক মানুষের অপমৃত্যুর একটি অন্যতম কারণ হিসেবে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্ববর্তী সহিংসতা দায়ী। শাসনব্যবস্থার এই সকল গতানুগতিক সমস্যা এবং শান্তি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে উদ্ভুত নতুন নতুন চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলার জন্য বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬ বাস্তবায়ন এবং তার জন্য তাৎক্ষণিক ও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্যভাবে দেখা দিয়েছে।

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও বাংলাদেশকে আরও অগ্রগতি করতে হবে। বাংলাদেশে এখনও প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ শিশুর জন্ম নিবন্ধিত হয় না। তবে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রবর্তন এক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক অগ্রগতি। আইনি ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার পথে একটি অন্তরায়। মামলার রায় প্রদানে দীর্ঘ সময় প্রয়োজন হয় বিধায় অনেক ক্ষেত্রেই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সুবিচার পাবার আশা কমে যায়। বিচার বহির্ভূত মৃত্যুর উচ্চ সংখ্যা এবং ধর্মীয় ও জাতিগত সংখালঘুসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর অত্যাচার মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে দুর্বল করে ফেলে।

সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সূচকে দেখা যায়, অভীষ্ট ১৬-এর সূচকসমূহের বেশির ভাগেই বাংলাদেশের অবস্থান ১০০ দেশের মধ্যে অনেক পিছিয়ে (সারণি ৩)। কারাবাসীদের সংখ্যা এবং রাতে একা নিরাপদ হাঁটতে পারার ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র বাংলাদেশের অবস্থান পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় সন্তোষজনক। দুর্নীতি, সরকারের কার্যকারিতা, উদ্দেশ্যমূলক নরহত্যা, সম্পত্তির মালিকানা সংরক্ষণ এবং শিশুদের জন্ম নিবন্ধন প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাংলাদেশকে প্রভূত উন্নতি করতে হবে।

সারণি ৩: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সূচকে অভীষ্ট ১৬ এর সূচকসমূহে বাংলাদেশের অবস্থান (১০০- এর মধ্যে)

সূচকসমূহ	সর্বশেষ অবস্থা	এসডিজি সূচকে অবস্থান
দুর্নীতির ধারণা সূচক (০- ১০০)	২৫	৮৮
সরকারের কার্যকারিতা (১- ৭)	২. ৯	৮৫
উদ্দেশ্যমূলক নরহত্যা (প্রতি ১, ০০, ০০০ জনসংখ্যায়)	২.৭	৪০
কারাবাসীদের সংখ্যা (প্রতি ১, ০০, ০০০ জনসংখ্যায়)	৪২	৮
সম্পত্তির মালিকানা সংরক্ষণ (১- ৭)	৩.৫	৮৫
রাতে একা হাঁটা নিরাপদ মনে করে (%)	৮০.৩	১৪
৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্ম নিবন্ধন (%)	৩০.৫	৯৩

উৎস: http://sdgindex.org/

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬-এর সূচকসমূহের জন্য তথ্য প্রাপ্তির অবস্থা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, শতকরা মাত্র ২২ শতাংশ সূচকের জন্য প্রস্তুত তথ্য রয়েছে, যা খুব সন্তোষজনক নয়। তথ্য রয়েছে কিন্তু সরাসরি ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত নয় (৩৯ শতাংশ) এ ধরনের সূচকগুলো সহ বিবেচনা করলে, মোট তথ্য প্রাপ্তির হার ৫১ শতাংশে পৌঁছে। অন্যদিকে, ৩০ শতাংশ সূচকের জন্য কোন তথ্য নেই, যা নতুন করে সংগ্রহ করতে হবে (Rahman *et al.,* 2016)। উপাত্ত পাওয়া যায়, এমন ছয়টি সূচকের প্রায় কোনটিতেই বাংলাদেশের অবস্থান সন্তোষজনক নয় (সারণি ৪)। শিশুদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি প্রদান, নারীর প্রতি যৌন নির্যাতন ও সহিংসতা, অবৈধ অর্থ পাচারের প্রবণতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে আরও কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে।

সারণি ৪: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬ এর সূচকসমূহে বাংলাদেশের অগ্রগতির সর্বশেষ অবস্থা

ক্রমিক নং	সূচকসমূহ	সর্বশেষ অবস্থা (সংস্থা, সাল)
১৬. ১. ১	প্রতি ১, ০০, ০০০ জনসংখ্যায় লিঙ্গ ও বয়সভিত্তিক উদ্দেশ্যমূলক হত্যার সংখ্যা	২. ৭ (ইউএনওডিসি, ২০১৩)
১৬. ১. ২	প্রতি ১, ০০, ০০০ জনসংখ্যায় লিঙ্গ, বয়স ও কারণভিত্তিক সংঘাত সংশ্লিষ্ট মৃত্যুর সংখ্যা	প্রস্তুত তথ্য নেই
১৬. ১. ৩	বিগত ১২ মাসে শারীরিক, মানসিক বা যৌন সহিংসতার শিকার হওয়া জনগোষ্ঠীর অনুপাত	তথ্য পাওয়া যায়নি
১৬. ১. ৪	নিজ বাসস্থানের আশেপাশে একা হাঁটা নিরাপদ মনে করে এমন মানুষের অনুপাত	তথ্য পাওয়া যায়নি
১৬. ২. ১	গত এক মাসের মধ্যে লালন- পালনকারীদের দ্বারা কোনো প্রকার শারীরিক শাস্তি এবং/অথবা মানসিক আগ্রাসনের শিকার হয়েছে এমন ১- ১৭ বছরের শিশুর অনুপাত	৮২. ৩% (বিবিএস, ২০১২- ১৩)
১৬. ২. ২	প্রতি ১, ০০, ০০০ জনসংখ্যায় পাচারের শিকার হওয়া লিঙ্গ, বয়স এবং শোষণের ধরনভিত্তিক মানুষের সংখ্যা	প্রস্তুত তথ্য নেই
১৬. ২. ৩	১৮ বছর বয়সের মধ্যে যৌন নির্যাতনের শিকার হওয়া ১৮- ২৯ বছর বয়সী জনগোষ্ঠীর (নারী ও পুরুষ) অনুপাত	৩২. ১% নারী (বিবিএস, ২০১১
১৬. ৩. ১	বিগত ১২ মাসে সহিংসতার শিকার হয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত অন্য কোনো দ্বন্দ্ব নিরসন প্রক্রিয়ায় নিপীড়নের রিপোর্ট করা জনগোষ্ঠীর অনুপাত	তথ্য পাওয়া যায়নি
১৬. ৩. ২	সমগ্র কারাবন্দীদের মধ্যে দণ্ড না পাওয়া আটক ব্যক্তিদের অনুপাত	প্রস্তুত তথ্য নেই
১৬. ৪. ১	অভ্যন্তরমুখী ও বহির্গামী অবৈধ আর্থিক প্রবাহের মোট মূল্য (চলতি মার্কিন ডলারে)	৯. ৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (জিএফআই, ২০১৩)
১৬. ৪. ২	আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী এবং আইনগতভাবে নথিবদ্ধ ও চিহ্নিত করা ক্ষুদ্র অস্ত্র ও হালকা হাতিয়ার বাজেয়াপ্তকরণের অনুপাত	প্রস্তুত তথ্য নেই

ক্রমিক নং	সূচকসমূহ	সর্বশেষ অবস্থা (সংস্থা, সাল)
১৬. ৫. ১	বিগত ১২ মাসে অন্তত একবার কোনো সরকারি কর্মকর্তার সাথে কাজের উদ্দেশ্যে যোগাযোগ করতে হয়েছে এবং ঘুষ দিতে হয়েছে অথবা চাওয়া হয়েছিল এমন ব্যক্তিসংখ্যার অনুপাত	তথ্য পাওয়া যায়নি
১৬. ৫. ২	বিগত ১২ মাসে অন্তত একবার কোনো সরকারি কর্মকর্তার সাথে কাজের উদ্দেশ্যে যোগাযোগ করতে হয়েছে এবং ঘুষ দিতে হয়েছে অথবা চাওয়া হয়েছিল এমন ব্যবসাসমূহের অনুপাত	তথ্য পাওয়া যায়নি
১৬. ৬. ১	মূল অনুমোদিত বাজেটের মধ্যে খাতভিত্তিক প্রাথমিক সরকারি ব্যয়ের অংশ (অথবা বাজেট কোড বা অনুরূপ)	৮১. ৩% (অর্থ মন্ত্রণালয়, ২০১৫)
১৬. ৬. ২	সরকারি সেবাসমূহ পাওয়ার সর্বশেষ অভিজ্ঞতায় সন্তুষ্ট ছিলেন এমন জনগোষ্ঠীর অনুপাত	তথ্য পাওয়া যায়নি
১৬. ৭. ১	সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে (জাতীয় ও স্থানীয় আইন পরিষদ, জনসেবা, এবং বিচার বিভাগ) বয়স, লিঙ্গ, অক্ষমতা এবং জনগোষ্ঠী – ভিত্তিক পদ- বণ্টনের অনুপাত (জাতীয় বণ্টনের তুলনায়)	প্রস্তুত তথ্য নেই
১৬. ৭. ২	সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং দায়িত্বশীল বলে বিশ্বাস করে লিঙ্গ, বয়স, অক্ষমতা ও জনগোষ্ঠী- ভিত্তিক এমন জনসংখ্যার অনুপাত	তথ্য পাওয়া যায়নি
১৬. ৮. ১	আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সদস্যপ্রাপ্তি ও ভোটাধিকারের অনুপাত	প্রস্তুত তথ্য নেই
১৬. ৯. ১	নাগরিক নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ দ্বারা নিবন্ধিত ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের বয়সভিত্তিক অনুপাত	৩৭. ০% (বিবিএস, ২০১২- ১৩)
১৬. ১০. ১	বিগত ১২ মাসে হত্যা, অপহরণ, গুম, নির্বিচারে আটক, এবং সংবাদককর্মী, মিডিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিত্ব, শ্রমিক সংঘের প্রতিনিধি ও মানবাধিকার কর্মীদের ওপর নির্যাতনের ঘটনার প্রকৃত সংখ্যা	প্রস্তুত তথ্য নেই
১৬. ১০. ২	সকল প্রকার তথ্যে জনসাধারণের প্রাপ্যতা ও প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সাংবিধানিক, বিধিবদ্ধ এবং/অথবা নীতি প্রতিশ্রুতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে এমন দেশের সংখ্যা	বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য নয়
১৬. ক. ১	প্যারিস নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ স্বাধীন জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি	বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য নয়
১৬. খ. ১	বিগত ১২ মাসে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে যে সকল বৈষম্যকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, ব্যক্তিগত পর্যায়ে সে ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ অথবা হয়রানির শিকার হয়েছেন বলে মনে করছেন, এমন অভিযোগ দাখিলকারী জনগোষ্ঠীর অনুপাত	প্রস্তুত তথ্য নেই

উৎস: Rahman *et al.* (2015)

উপরোক্ত চ্যালেঞ্জসমূহকে সামনে রেখে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি পূরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার তার সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সুশাসনের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বৃহৎ উন্নয়ন অভীষ্টসমূহের মধ্যে অন্যতম হল 'সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি রোধ'। যদিও Bhattacharya et al. (2016, forthcoming) এর গবেষণায় দেখা যায় যে, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬- এর মাত্র অর্ধেক (বারোটির মধ্যে ছয়টি) লক্ষ্যের সাথে সপ্তম পঞ্চবার্ষিকীর মূল লক্ষ্যসমূহ অথবা বিভিন্ন খাতভিত্তিক পরিকল্পনা/ নীতির লক্ষ্য ও কৌশলের সাথে আংশিক মিল রয়েছে (অথবা সমতুল্য)।

জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের অগ্রগতি পরিমাপ বিশেষ করে সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (২০১৬- ২০২০) বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষেণের জন্য বাংলাদেশ সরকার প্রথমবারের মতো একটি ডেভেলপমেন্ট রেজাল্টস ফ্রেমওয়ার্ক (ডিআরএফ) প্রতিষ্ঠা করেছে। এখানেও সুশাসনকে একটি বেশি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত হিসেবে বলা হয়েছে, যার লক্ষ্য হচ্ছে সবার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক, স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, এবং কার্যকর গণতন্ত্রীয় শাসনব্যবস্থা নিশ্চিত করা। ডিআরএফ- এ অন্তর্ভুক্ত সুশাসনের ছয়টি সূচকে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা ও ২০১০ সালের মধ্যে অর্জিত লক্ষ্যের তুলনামূলক চিত্র সারণি ৫- এ তুলে ধরা হল।

সারণি ৫: ডেভেলপমেন্ট রেজাল্টস ফ্রেমওয়ার্ক (ডিআরএফ): সুশাসন

সূচকসমূহ	ভিত্তি বছর	লক্ষ্য (২০২০)
সংসদ সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি দ্বারা নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত মন্ত্রণালয়ের তদারকি শুনানির শতকরা হার	১৩ (২০১৪)	২৫
জাতীয় গড় মামলা নিষ্পত্তির হার	৩২. ২ (২০১২)	৫০
মোট মামলাকারীদের তুলনায় দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠী দ্বারা আইনগত সহায়তা প্রাপ্তি এবং ব্যবহারের সংখ্যা	২২, ০০০	৩৭, ০০০
E- procurement ব্যাবহারকারী সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের শতকরা হার	০ (২০১৪)	১০০
তথ্য অধিকার আইনের আওতায় সরকারি প্রতিষ্ঠান দ্বারা অংশগ্রহণকৃত প্রশ্নের সংখ্যা	৮, ৪৪২ (২০১৪)	৪, ০০০
প্রতি বছর মোট মামলার তুলনায় বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর) এর অধীনে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	১৪, ০০০ (২০১৪)	২৫, ০০০

উৎস: বাংলাদেশ সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের ম্যাপিং থেকে দেখা যায়, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬- এর বারোটি লক্ষ্যের মধ্যে শুধুমাত্র দুইটির (১৬.১ ও ১৬.৩) জন্য সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা বা কৌশল রয়েছে। ১৬. ১ লক্ষ্য পূরণের জন্য সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বলা হয়েছে, "সরকার বিশেষত দরিদ্র ও মহিলাদের সহায়তার জন্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার পাশাপাশি মানবসম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় আইনি সহায়তা সেবদানকারী সংস্থাসমূহের (এনএলএএসও) সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে"। ১৬. ৩ লক্ষ্য পূরণে বলা হয়েছে, "সরকারি চাকুরীতে সংস্কার এবং সরকারি চাকুরিজীবীদের অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে সরকারি কর্মচারী আইন তৈরির প্রক্রিয়া চলছে যেটি রূপকল্প ২০২১ অর্জনের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ"।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বাইরে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬- এর আরও আটটি লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য জাতীয়ভাবে বিভিন্ন নীতি, আইন ও কৌশল রয়েছে। যেহেতু, এই নীতি, কৌশলগুলোর বেশিরভাগই টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬ প্রণয়নের পূর্বেই তৈরি করা হয়েছে, তাই এগুলোর সংস্কার ও সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে কিনা তা যাচাই-বাছাইয়ের প্রয়োজন রয়েছে। এছাড়াও সাম্প্রতিক সময়ে এমন কিছু আইন ও কৌশল প্রণীত হয়েছে যেগুলো অভীষ্ট ১৬ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তার কিছু কিছু হয়তো এই এ ম্যাপিং- এ উল্লেখ করা হয়নি (যেমন, জাতীয় অর্থ পাচার প্রতিরোধ এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়ন রোধের কৌশল ২০১৫- ১৭)। তাছাড়া অভীষ্ট ১৬ এর দুইটি লক্ষ্যের জন্য (১৬.৭ ও ১৬.খ) কোনো সুনির্দিষ্ট নীতি, আইন বা কৌশল নেই। সুতরাং এগুলো বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বাস্তবায়নের জন্য নতুন কৌশল প্রণয়ন করতে হবে।

দেশের সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বর্তমানে সরকারী পর্যায়ে একটি নতুন ন্যাশনাল গভর্নেন্স অ্যাসেসমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক (এনজিএএফ) বা জাতীয় সুশাসন নিরীক্ষা কাঠামো তৈরি করা হচ্ছে। চারটি দলিলের ওপর ভিত্তি করে এই কাঠামো তৈরি হবে – রূপকল্প ২০২১, ২০৩০ এজেন্ডা, ন্যাশনাল ইন্টেগ্রিটি স্ট্র্যাটেজি (এনআইএস) এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। ধারণা করা হচ্ছে যে, এনজিএএফ, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের চেয়েও বেশি উচ্চাভিলাষী হবে। এতে ছয়টি মূল স্তম্ভ থাকছে – ক) আইনের শাসন; খ) স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সংবেদনশীলতা; গ) দুর্নীতি; ঘ) প্রাতিষ্ঠানিক কার্যকারিতা; ঙ) অংশগ্রহণ এবং চ) সমতা।

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬ বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ

ধারণাগত ও সংজ্ঞাগত

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬ বাস্তবায়নের একটি অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এর বিভিন্ন লক্ষ্য ও সূচকসমূহের ধারণাগত এবং সংজ্ঞাগত বিষয়গুলোকে স্পষ্ট করা। আবার অভীষ্ট ১৬- এর সাথে জড়িত সকল ধারণাও বাংলাদেশের জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে এ ক্ষেত্রে সরকারকে একটা ভারসাম্য তৈরি করতে হবে। যেমন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষিতে যদি কেউ অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করে, মানবাধিকার নিশ্চিত করার প্রয়োজনকে অবহেলা করে, তবে তা বাংলাদেশের সকল মানুষের উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হবে না। তাই এক্ষেত্রে সময়োপযোগী অগ্রাধিকার ঠিক করার সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া, কিছু কিছু সূচকের সংজ্ঞা যেমনঃ 'Homicide', 'violent death' এখনও স্পষ্ট নয়। যদিও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের সূচকসমূহ তৈরি করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত আন্তঃসংস্থা বিশেষজ্ঞ দল (IAEG-SDGs) এগুলোর সংজ্ঞায়ন করেছেন। তাই, বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এগুলোর প্রাসঙ্গিকতা, ধারণা এবং সংজ্ঞা নির্ধারণ এবং সংহতি নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬- এর মতো এত বৃহৎ এবং আড়াআড়িভাবে যুক্ত (cross-cutting) অভীষ্ট বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় পর্যায়ে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন পড়বে। সরকারি দায়িত্ব পালনকারী এই সমস্ত মন্ত্রণালয়/ অধিদপ্তরের কাজ মসৃণ ও সংহতভাবে করার কর্তৃত্ব ও সক্ষমতা রয়েছে এমন একটি নেতৃত্বদানকারী সংস্থা চিহ্নিত করা প্রয়োজন। অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, জাতীয় উন্নয়ন প্রচেষ্টাসমূহ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বা সমতুল্য একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাকারী সংস্থার দ্বারা সমন্বিত হলে বেশি উপকৃত হয় (Olsen, et al. 2014)। বাংলাদেশ সরকার তার সর্বোচ্চ পর্যায়ের প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে নভেম্বর ২০১৫- তে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবায়নের জন্য একটি 'আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি' প্রতিষ্ঠা করে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিবকে এই কমিটির সভাপতি এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগকে (জিইডি) এর সদর দপ্তর হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয় (Planning Commission, 2016)। এই কমিটি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবায়নের সার্বিক অগ্রগতি তদারকির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। কমিটি ইতিমধ্যে অগ্রাধিকার বাছাই এবং বৈশ্বিক অভীষ্টগুলোকে জাতীয় আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে প্রাসঙ্গিকীকরণের কাজ শুরু করে দিয়েছে এবং সকল মন্ত্রণালয়কে প্রাসঙ্গিক অভীষ্ট ও লক্ষ্যসমূহ চিহ্নিত করে সেগুলো তাদের নিজ নিজ খাতভিত্তিক পরিকল্পনায় এবং সদ্য প্রবর্তিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে (এপিএ) প্রতিফলিত করার অনুরোধ করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের লক্ষ্য অনুযায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের একটি ম্যাপিং করেছে। এই ম্যাপিং অনুযায়ী অভীষ্ট ১৬ বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ হচ্ছেঃ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন প্রণয়ন ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, জনপ্রসাশন মন্ত্রণালয়, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, এবং তথ্য মন্ত্রণালয়। এ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করাই হবে এখন সরকারের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। স্থানীয় সরকারেরও এ ক্ষেত্রে অনেক বড় ভূমিকা পালন করতে হবে, যেহেতু এটি সাধারণ মানুষের সবচেয়ে কাছের একটি প্রশাসনিক স্তর।

তথ্য ও উপাত্ত

বাংলাদেশে তথ্য প্রাপ্তির অবস্থা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬- এর জন্য প্রস্তাবিত সূচকসমূহের একটি বড় অংশের জন্য প্রস্তুতকৃত তথ্য ও উপাত্ত নেই। এছাড়া প্রশাসনিক কাজে ব্যবহৃত উপাত্তসমূহ তথ্য সরবরাহে একটি বড় ভূমিকা পালন করবে। বিশ্লেষণ থেকে আরও পাওয়া যায়, অভীষ্ট ১৬- এর সূচকসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় এসব প্রশাসনিক উপাত্তের সবচেয়ে বড় উৎস হচ্ছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। অভীষ্ট ১৬ এর জন্য প্রশাসনিক তথ্য ও উপাত্তের অন্যান্য প্রধান উৎসগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, নির্বাচন কমিশন, এবং অর্থ মন্ত্রণালয় (Rahman *et al.,* 2016)। অভীষ্ট ১৬- এর জন্য উপযুক্ত তথ্য সরবরাহের উদ্দেশ্যে প্রশাসনিক অঙ্গগুলোকে প্রস্তুত করতে আর্থিক ও মানবসম্পদ দুই ধরনের সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

আরেকটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, বেশ কিছু সূচকের জন্য ধারণাগত তথ্যের প্রয়োজন হবে। যেহেতু বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বাংলাদেশের জাতীয় পরিসংখ্যান কার্যালয়) মতামত জরিপ পরিচালনা করে না, সেক্ষেত্রে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/ সুশীল সমাজের সংগঠনসমূহ এই ধরনের উপাত্তগুলো সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিকল্প উৎস হিসেবে কাজ করতে পারে। যদিও প্রশাসনিক এবং বেসরকারি উপাত্তের ওপর নির্ভরতা, উপাত্তের শুদ্ধতার (data validation) বিষয়টিকে সামনে নিয়ে আসে। বাংলাদেশে উপাত্তের শুদ্ধতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত কর্তৃত্ববহনকারী সংস্থা হচ্ছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং পরিসংখ্যান আইন ২০১৩ (Statistical Act 2013) অনুসারে সকল ধরনের প্রশাসনিক অথবা বেসরকারি উপাত্তের শুদ্ধতা তাদের মাধ্যমেই করিয়ে নিতে হবে। এটা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বেসরকারিভাবে করা জরিপে নানা ধরনের পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতাগুলো কীভাবে দূর করা যায় এবং আরও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কীভাবে উপাত্ত সংগ্রহ করা যায় তা বিবেচনা করতে হবে। এই নিমিত্তে সরকারি- বেসরকারি অংশীদারিত্ব তৈরি করা যেতে পারে।

জবাবদিহিতা ও অংশগ্রহণ

এমডিজি বাস্তবায়নে সরকারের বাইরে থাকা প্রতিষ্ঠান এবং অংশীজনের বহির্ভূত সংস্থাসমূহের সম্পৃক্ততার অভাব একটি বড় ব্যর্থতা । এক্ষেত্রে, ২০৩০ এজেন্ডা, এমডিজি'র চেয়ে বেশি অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং স্বভাবতই পদ্ধতিগতভাবে আরও বেশি অংশগ্রহণমূলক। উপরন্তু, অভীষ্ট ১৬- এর পরিধি যেহেতু অনেক ব্যাপক এবং বিস্তৃত, তাই বাংলাদেশে এটিকে বাস্তবায়ন করতে হলে শুধুমাত্র সরকারের একার প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়। এর জন্য সকল জনগণের নীতি প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। পাশাপাশি সরকারি ও সংসদীয় নীতি নির্ধারকদের কাছে তাদের কাজের সংশোধনী চাওয়ার ক্ষমতা যেন জনগণের থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশে ২০৩০ এজেন্ডা নিয়ে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ের আলোচনায় বারংবার যে বিষয়টিতে জোর দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে নীতির সঙ্গতি রক্ষা, কর্মসূচী বাস্তবায়ন এবং ফলাফল পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে সুশীল সমাজের সংগঠন, বেসরকারি সংস্থা, একাডেমিক, মিডিয়া এবং উন্নয়ন অংশীদারদের নিয়ে গড়া একটি বহু-অংশীজন (multi-stakeholder) প্রক্রিয়া অনেক বেশি কার্যকর হবে। অভীষ্ট ১৬ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও এর নিজস্ব সংজ্ঞাগত কারণেই জবাবদিহিতা ও সকলের অংশগ্রহণের বিষয়টিতে আরও বেশি গুরুত্ব সহকারে দেখার সুযোগ রয়েছে এবং বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তা একটি অপরিহার্য সত্য। অংশীজনেরা অভীষ্ট ১৬ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিষয়সূচি নির্বাচন থেকে শুরু করে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা পর্যন্ত প্রতিটি ধাপেই অবদান রাখতে পারে। বাস্তবায়নের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সকল অংশীজনের উচিত অভীষ্ট ১৬- এর সাথে সম্পৃক্ত সকল জাতীয় পর্যবেক্ষণ এবং পর্যালোচনায় অংশগ্রহণ করা।

রাজনৈতিক সদিচ্ছা

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬- এর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সদিচ্ছা একটি বড় ভূমিকা পালন করবে। রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রমাণস্বরূপ সরকার ইতিমধ্যে এনজিএএফ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে যেটি জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) ও সরকারের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটের মধ্যে সহযোগিতার মাধ্যমে গড়ে উঠছে। এনজিএএফ যে চারটি দলিলের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠছে তার মধ্যে ২০৩০ এজেন্ডা অন্যতম। সরকার সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও অভীষ্ট ১৬ এর বেশ কিছু লক্ষ্য দেশের পরিপ্রেক্ষিতে আংশিকভাবে গ্রহণ করেছে; যদিও আরও ব্যাপকভাবে গ্রহণের সুযোগ ছিল। প্রাথমিক পরিকল্পনাগত কাজগুলো মোটামুটিভাবে সম্পন্ন হয়েছে, এখন বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ডিআরএফ- এ নেয়া লক্ষ্যসমূহের যথাযথ বাস্তবায়নের পাশাপাশি এনজিএএফ এর সূচকসমূহের দ্রুত চূড়ান্তকরণ এবং তাদের পর্যবেক্ষণের জন্য উপযুক্ত তথ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ। উপরন্তু, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬ বাস্তবায়নের সাথে জড়িত সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরকে উদ্যম ও পেশাদারিত্বের সাথে কাজ করতে হবে। এই লক্ষ্যে সরকারি বিভিন্ন সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক ও মানবসম্পদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, আধুনিকীকরণ, অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং পর্যাপ্ত অর্থায়ন দিতে হবে।

পরিশেষ

বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে অভীষ্ট ১৬- এর যথাযথ বাস্তবায়ন যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ তা বিভিন্ন গবেষণার পাশাপাশি জাতীয় প্রায় সকল ঘোষিত নীতিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। এ লক্ষ্যে সরকারের বেশ কিছু নীতি পদক্ষেপও পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই প্রবন্ধের আলোচনা থেকে কয়েকটি বিষয় পরিষ্কারভাবে উঠে এসেছে।

এক, বাংলাদেশের জাতীয় নীতি কাঠামোতে অভীষ্ট ১৬- এ অন্তর্গত লক্ষ্যসমূহের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটাতে হবে। একই সাথে অভীষ্ট ১৬- এর অন্তর্ভুক্ত শান্তি ও নিরাপত্তা, মানবাধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জাতীয় প্রাধিকারগুলো কী হবে, তা দ্রুত সকল অংশীজনের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এ আলোচনার মাধ্যমে অভীষ্ট ১৬- এর ধারণাগত এবং সংজ্ঞাগত মতানৈক্য কমিয়ে আনা সম্ভব।

দুই, অভীষ্ট ১৬- এর বাস্তবায়ন সার্বিক টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো প্রক্রিয়া নয়। অভীষ্ট ১৬- এর অন্তর্ভুক্ত শান্তি ও নিরাপত্তা, মানবাধিকার ও সুশাসন বিষয়গুলো সরাসরি অন্যান্য টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহের সাথে সম্পর্কিত। ফলে একটি সমন্বিত নীতি কাঠামোর মধ্যেই এর সফল বাস্তবায়ন সম্ভব। অন্যান্য টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সমূহের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াতে অভীষ্ট ১৬- এর অন্তর্ভুক্ত লক্ষ্য এবং সূচকসমূহ কীভাবে নিহিত করা হলো সেই বিষয়টিও স্পষ্টভাবে নীতি আলোচনার অংশ হতে হবে।

তিন, অভীষ্ট ১৬ বাস্তবায়নের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রস্তাব করা হয়েছে, তা নির্ধারিত জাতীয় প্রাধিকারের ভিত্তিতে পুনর্বিবেচনা করার প্রয়োজন থাকতে পারে। এক্ষেত্রে বড় সিদ্ধান্তের বিষয় হলো অভীষ্ট অনুযায়ী একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানকে সমন্বয়কের দায়িত্ব দেবার প্রয়োজন আছে কিনা তা নির্ধারণ করা। অভীষ্ট ১৬ বাস্তবায়নে প্রস্তাবিত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো কীভাবে তার নীতি প্রণয়ন করবে এবং তা জাতীয় নীতি নির্ধারণের সনাতনী কাঠামোতে কীভাবে সমন্বিত হবে তা এখনও স্পষ্ট নয়। মনে রাখতে হবে সূচকভিত্তিক ফলাফল নিরীক্ষা যেমন প্রয়োজন, তেমনি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া সর্বদা পর্যবেক্ষণের ভেতর রাখারও প্রয়োজন আছে।

চার, অভীষ্ট ১৬- সহ এসডিজি'র সকল অভীষ্ট বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেই এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে ২০৩০ এজেন্ডা প্রণয়নের সময় পরিষ্কারভাবে সকলের জন্য সমভাবে উন্নয়নের সুফল পৌঁছানোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এমডিজি'র ক্ষেত্রে যেখানে গড় বাস্তবায়নই মূল কথা ছিল, সেই দুর্বলতা আমাদের এসডিজি বাস্তবায়নকালে আমাদের দূর করতে হবে। দেশের সকল জাতিসত্তার, সকল বয়সের, সকল লিঙ্গের, সকল ধর্মের এবং সকল এলাকার জনগোষ্ঠী যদি উন্নয়নের সুফল না পায় তবে আমরা নিজেদের সফল দাবী করতে পারি না।

পাঁচ, এ প্রবন্ধে যে বিষয়টিতে বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়েছে তা হলো সময়মতো এবং সঠিকভাবে উপাত্তের যোগান এবং তা উন্মুক্তভাবে ব্যবহার নিশ্চিত করা। অভীষ্ট ১৬- এর জন্য প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক সূচকসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের যোগান বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো নয়, বরং তার বাইরে থাকা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে নিশ্চিত করতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক তথ্যের গুণমান ঠিক রাখাও তাই সমান গুরুত্বপূর্ণ। একই সাথে মতামতভিত্তিক জরিপের মাধ্যমে যে উপাত্ত তৈরি করতে হবে তা সরবরাহ করার ক্ষেত্রে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতাকেও কাজে লাগানোর সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারি এবং বেসরকারি উভয় পক্ষের মধ্যকার বিশ্বাসের ভিত্তি দৃঢ় করতে হবে।

ছয়, অভীষ্ট ১৬ বাস্তবায়নে সকল অংশীজনের সরাসরি অংশগ্রহণ আবশ্যক। বর্তমানে যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া অগ্রসর হচ্ছে তার মাঝে সরকারের বাইরে থাকা অংশীজনের অংশগ্রহণ কীভাবে নিশ্চিত করা যায়, তা ভাবতে হবে। এ বিষয়ে উভয় পক্ষের অংশগ্রহণে অভীষ্টভিত্তিক কমিটি গঠন একটি বিকল্প হতে পারে যা বিভিন্ন সময়ে সরকারকে তাদের মতামত প্রদান করতে পারে। সরকারের ভেতরেও সকল পক্ষের কার্যকর অংশগ্রহণ অভীষ্ট ১৬ বাস্তবায়নে সাহায্য করতে পারে। বিশেষত জাতীয় সংসদের নিয়মিত এবং নিবিড় পর্যবেক্ষণ অভীষ্ট ১৬ বাস্তবায়নে প্রয়োজন হবে।

সাত, বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে অভীষ্ট ১৬ বাস্তবায়নে অনেক ক্ষেত্রেই আইনি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার বাঞ্ছনীয়। সাম্প্রতিক সময়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় এবং ঘোষিত সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতা দেখা যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে গতি আনার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া না হলে, ২০৩০ সালের মধ্যে যে উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা আমরা করেছি তা

অর্জন করা যাবে না। অভীষ্ট ১৬- এর জাতীয় প্রেক্ষিত নির্ধারণ এবং এর বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণে তা আমাদের বিবেচনায় রাখতে হবে।

অভীষ্ট ১৬ অন্য যেকোনো অভীষ্টের তুলনায় অনেক বেশি স্পর্শকাতর। তাই অন্য যেকোনো অভীষ্টের তুলনায় এর বাস্তবায়নে রাজনৈতিক সদিচ্ছা সম্ভবত বেশি প্রয়োজনীয়। এ বিষয়ে অনেক ক্ষেত্রেই সদিচ্ছার প্রতিফলন রয়েছে। তবে বাস্তবায়ন পর্যায়ে এখনও কাঙ্ক্ষিত গতি আনতে সকল পক্ষকে সাথে নিয়ে অবশ্যই জোরালো রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রয়োজন হবে।

Reference

Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2001). The colonial origins of comparative development: An empirical investigation. *The American Economic Review, 91*: 1369–1401.

Bhattacharya, D; Khan, T.I. & Sabbih, M.A. (2016, forthcoming). *Delivering on the promise: Ensuring the successful implementation of the post-2015 agenda in Bangladesh*.

CPD. (2016). *Bangladesh economy in FY2015-16: Third interim review of macroeconomic performance*. Dhaka: Centre for Policy Dialogue (CPD).

Council of the European Union. (2007). *Security and development: conclusions of the council and the representatives of the governments of the member states meeting within the council.* Retrieved from http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2015097%202007%20INIT&r=http%3A%2F%2Fregister.consilium.europa.eu%2Fpd%2Fen%2F07%2Fst15%2Fst15097.en07.pdf

Department for Development Policy & Press and Communication Department. (2011). *Peace and security for development*. Retrieved from http://www.government.se/contentassets/036c986985e04c32beee05a913bcc91e/peace-and-security-for-development-policy-for-security-and-development-in-swedish-development-cooperation-2011-2014

DFID. (2014). *Bangladesh inclusive growth diagnostic*. United Kingdom: Department for International Development (DFID).

Dumas, J. L. (2006). *Development and peace: a virtuous circle? Exploring the power and limits of the relationship.* Paper presented at the Tenth Annual Conference on Economics and Security, Thessaloniki, Greece.

Easterly, W., & Levine, R. (2003). Tropics, germs, and crops: How endowments influence economic development. *Journal of Monetary Economics, 50*(1): 3–39.

European Commission. (2016). Security and development, conflict prevention and the comprehensive approach. *International cooperation and development: Building partnerships for change in developing countries.* Retrieved from http://ec.europa.eu/europeaid/policies/fragility-and-crisis-management/links-between-security-and-development_en

Gupta, S., Verhoeven, M., & Tiongson, E. (2002). The effectiveness of government spending on education and health care in developing and transition economies. *European Journal of Political Economy*, 18(4): 717–737.

Hulme, D., Savoia, A., Sen, K. (2014). *Governance as a global development goal? Setting, measuring and monitoring the post-2015 development agenda.* ESID working paper no. 32. Manchester: Effective States and Inclusive Development Research Centre (ESID). Retrieved from http://www.effective-states.org/wp-content/uploads/working_papers/final-pdfs/esid_wp_32_hulme_savoia_sen.pdf

Institute for Conflict Management. (2016). *South Asian Terrorism Portal: Bangladesh Data Sheets.* Retrieved from http://www.satp.org/satporgtp/countries/bangladesh/database/index.html

Kanie, N., Zondervan, R., & Stevens, C. (2014). *Ideas on governance 'of' and 'for' sustainable development goals*: Paper presented at the UNU-IAS/POST2015 Conference, Tokyo, Japan. Retrieved from http://i.unu.edu/media/ias.unu.edu-en/news/3295/post2015-conference-report.pdf

Kaufmann, D., Kraay, Aart. & Mastruzzi, M. (2010). *The Worldwide governance indicators: Methodology and analytical issues*. World Bank policy research working paper no. 5430. Retrieved from http://ssrn.com/abstract=1682130

Khatun, F. (2015, July 13). Cost of corruption. *The Daily Star*. Retrieved from http://cpd.org.bd/wp-content/uploads/2015/07/Daily-Star-Page-06-July-13-2015.jpg

McGuire, J. W. (2006). Basic health care provision and under-5 mortality: A cross-national study of developing countries. *World Development, 34*(3): 405–425.

Olsen, H.S., Burley, H. (2015). *What role for governance in implementing the SDG agenda?* Retrieved from http://www.irf2015.org/what-role-governance-implementing-sdg-agenda-0

Planning Commission. (2016). *7th Five year plan and roadmap for implementing SDGs in Bangladesh.* Paper presented at consultation on stakeholders' engagement on the SDG implementation in Bangladesh, March 30, 2016.

Rahman, M., Khan, T.I., Sadique, Z. and Sabbih, M.A. (2015a). *Measuring for monitoring: The state of data for SDGs in Bangladesh*. Ottawa and Dhaka: NPSIA and CPD. Accessed September 30, 2015. http://www.post2015datatest.com/wp-content/uploads/2015/09/Bangladesh-Country-Report-Final.pdf

Rahman, M.; Khan, T.I.; Sadique, Z.S. & Sabbih, M.A. (2016). *Addressing the deficits: An action plan for data revolution in Bangladesh*. Dhaka: Southern Voice Occasional Paper.

Rodrik, D., Subramanian, A., & Trebbi, F. (2004). Institutions rule: The primacy of institutions over geography and integration in economic development. *Journal of Economic Growth*, *9*(2): 131–165.

Tschirgi, N. (2003). *Peacebuilding as the link between security and development: is the window of opportunity closing?* New York: International Peace Academy. Retrieved from https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/publications/peacebuilding_as_the_link.pdf

Xiaoling, Z. (2009). *On relations between human rights and development*. Retrieved from http://www.china.org.cn/china/human_rights/2009-10/29/content_18792599.htm

পরিশিষ্ট

অভীষ্ট ১৬: টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনে উৎসাহিত করা, সবার জন্য ন্যায়বিচারের সুযোগ প্রদান করা, এবং সর্বস্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা

লক্ষ্য	সূচকসমূহ
১৬.১ **সকল প্রকার সহিংসতা ও সংশ্লিষ্ট মৃত্যুর হার সর্বত্র উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা**	• প্রতি ১, ০০, ০০০ জনসংখ্যায় লিঙ্গ ও বয়সভিত্তিক উদ্দেশ্যমূলক হত্যার সংখ্যা • প্রতি ১, ০০, ০০০ জনসংখ্যায় লিঙ্গ, বয়স ও কারণভিত্তিক সংঘাত সংশ্লিষ্ট মৃত্যুর সংখ্যা • বিগত ১২ মাসে শারীরিক, মানসিক বা যৌন সহিংসতার শিকার হওয়া জনগোষ্ঠীর অনুপাত • নিজ বাসস্থানের আশেপাশে একা হাঁটা নিরাপদ মনে করে এমন মানুষের অনুপাত
১৬.২ **শিশুদের ওপর অত্যাচার, শোষণ, পাচার এবং সকল প্রকার সহিংসতা ও নির্যাতন বন্ধ করা**	• গত এক মাসের মধ্যে লালন-পালনকারীদের দ্বারা কোনো প্রকার শারীরিক শাস্তি এবং/অথবা মানসিক আগ্রাসনের শিকার হয়েছে এমন ১-১৭ বছরের শিশুর অনুপাত • প্রতি ১, ০০, ০০০ জনসংখ্যায় পাচারের শিকার হওয়া লিঙ্গ, বয়স এবং শোষণের ধরনভিত্তিক মানুষের সংখ্যা • ১৮ বছর বয়সের মধ্যে যৌন নির্যাতনের শিকার হওয়া ১৮-২৯ বছর বয়সী জনগোষ্ঠীর (নারী ও পুরুষ) অনুপাত
১৬.৩ **জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আইনের শাসন শক্তিশালী করা এবং সবার জন্য ন্যায়বিচারের সমান সুযোগ নিশ্চিত করা**	• বিগত ১২ মাসে সহিংসতার শিকার হয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত অন্য কোনো দ্বন্দ্ব নিরসন প্রক্রিয়ায় নিপীড়নের রিপোর্ট করা জনগোষ্ঠীর অনুপাত • সমগ্র কারাবন্দীদের মধ্যে দণ্ড না পাওয়া আটক ব্যক্তিদের অনুপাত
১৬.৪ **২০৩০ সালের মধ্যে অবৈধ আর্থিক অস্ত্র প্রবাহ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়ে আনা, চুরি হওয়া সম্পদ পুনরুদ্ধার ও ফেরত পাবার প্রক্রিয়া শক্তিশালীকরণ এবং সকল প্রকার সংঘবদ্ধ অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই করা**	• অভ্যন্তরমুখী ও বহির্গামী অবৈধ আর্থিক প্রবাহের মোট মূল্য (চলতি মার্কিন ডলারে) • আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী এবং আইনগতভাবে নথিবদ্ধ ও চিহ্নিত করা ক্ষুদ্র অস্ত্র ও হালকা হাতিয়ার বাজেয়াপ্তকরণের অনুপাত
১৬.৫ **সকল প্রকার দুর্নীতি ও ঘুষ যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়ে আনা**	• বিগত ১২ মাসে অন্তত একবার কোনো সরকারি কর্মকর্তার সাথে কাজের উদ্দেশ্যে যোগাযোগ করতে হয়েছে এবং ঘুষ দিতে হয়েছে অথবা চাওয়া হয়েছিল এমন ব্যক্তিসংখ্যার অনুপাত • বিগত ১২ মাসে অন্তত একবার কোনো সরকারি কর্মকর্তার সাথে কাজের উদ্দেশ্যে যোগাযোগ করতে হয়েছে এবং ঘুষ দিতে হয়েছে অথবা চাওয়া হয়েছিল এমন ব্যবসাসমূহের অনুপাত
১৬.৬ **সর্বস্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠানের বিকাশ**	• মূল অনুমোদিত বাজেটের মধ্যে খাতভিত্তিক প্রাথমিক সরকারি ব্যয়ের অংশ (অথবা বাজেট কোড বা অনুরূপ) • সরকারি সেবাসমূহ পাওয়ার সর্বশেষ অভিজ্ঞতায় সন্তুষ্ট ছিলেন এমন জনগোষ্ঠীর অনুপাত
১৬.৭ **সকল স্তরে দায়িত্বশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক, অংশগ্রহণমূলক এবং প্রতিনিধিত্বমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত করা**	• সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে (জাতীয় ও স্থানীয় আইন পরিষদ, জনসেবা, এবং বিচার বিভাগ) বয়স, লিঙ্গ, অক্ষমতা এবং জনগোষ্ঠী – ভিত্তিক পদ-বণ্টনের অনুপাত (জাতীয় বণ্টনের তুলনায়) • সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং দায়িত্বশীল বলে বিশ্বাস করে লিঙ্গ, বয়স, অক্ষমতা ও জনগোষ্ঠী-ভিত্তিক এমন জনসংখ্যার অনুপাত
১৬.৮ **আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অংশগ্রহণ সম্প্রসারিত এবং জোরদার করা**	• আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সদস্যপ্রাপ্তি ও ভোটাধিকারের অনুপাত

লক্ষ্য	সূচকসমূহ
১৬.৯ **২০৩০ সালের মধ্যে, সবার জন্য জন্মনিবন্ধনসহ আইনী পরিচয় প্রদান**	• নাগরিক নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ দ্বারা নিবন্ধিত ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের বয়সভিত্তিক অনুপাত
১৬.১০ **জাতীয় আইন ও আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী জনগণের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা এবং মৌলিক স্বাধীনতা রক্ষা করা**	• বিগত ১২ মাসে হত্যা, অপহরণ, গুম, নির্বিচারে আটক, এবং সংবাদককর্মী, মিডিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিত্ব, শ্রমিক সংঘের প্রতিনিধি ও মানবাধিকার কর্মীদের ওপর নির্যাতনের ঘটনার প্রকৃত সংখ্যা • সকল প্রকার তথ্যে জনসাধারণের প্রাপ্যতা ও প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সাংবিধানিক, বিধিবদ্ধ এবং/অথবা নীতি প্রতিশ্রুতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে এমন দেশের সংখ্যা
১৬.ক **সহিংসতা প্রতিরোধ এবং সন্ত্রাস ও অপরাধ মোকাবেলায় সর্বস্তরে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে, সক্ষমতা গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা**	• প্যারিস নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ স্বাধীন জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি
১৬.খ **টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈষম্য দূরীকরণ আইন ও নীতিসমূহ জোরদার করা**	• বিগত ১২ মাসে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে যে সকল বৈষম্যকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, ব্যক্তিগত পর্যায়ে সে ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ অথবা হয়রানির শিকার হয়েছেন বলে মনে করছেন, এমন অভিযোগ দাখিলকারী জনগোষ্ঠীর অনুপাত